ইউনিট ৩

বিধেয়ক (Predicables)

ভূমিকা

আপনারা যুক্তিবিদ্যার প্রথম অধ্যায়টি পাঠ করে ইতিমধ্যেই জানতে পেরেছেন যে, যুক্তিবিদ্যার অন্যতম প্রধান আলোচ্য বিষয় হলো অনুমান বা যুক্তি। এটাও নিশ্চয় জেনেছেন যে, একটি যুক্তি গঠিত হয় অন্তত দুটি বাক্যের সমন্বয়ে। আবার এক একটি যুক্তিবাক্যে থাকে দুটি পদ। এ পদগুলোর একটির নাম উদ্দেশ্য আর অন্যটির নাম বিধেয়। যুক্তিবাক্যে যে পদটি সম্পর্কে কিছু বলা হয় তাকে বলে উদ্দেশ্য। অন্যদিকে যে পদের সাহায্যে উদ্দেশ্য সম্পর্কে কিছু বলা হয় তাকে বলা হয় বিধেয়। একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টিকে পরিষ্কার ভাবে বুঝা যায়। যেমন- 'দুধ হয় সাদা'। এ যুক্তিবাক্যে 'দুধ' পদটি হলো উদ্দেশ্য এবং 'সাদা' পদটি হলো বিধেয়। কারণ 'সাদা' পদটি উদ্দেশ্য পদ 'দুধ' সম্পর্কে কিছু বলেছে। বিধেয়ক কোনো যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য পদ বা বিধেয় পদ কোনটিই নয়। উদ্দেশ্যের সাথে বিধেয়ের যে বিশেষ সম্পর্ক বিদ্যমান সে সম্পর্কের নামই হচ্ছে, বিধেয়ক।

পাঠ ১

বিধেয়ের সংজ্ঞা , বিধেয় ও বিধেয়কের মধ্যে পার্থক্য

উদ্দেশ্যঃ এই পাঠ শেষে আপনি-

- বিধেয়কের সংজ্ঞা দিতে পারবেন।
- বিধেয় এবং বিধেয়কের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করতে পারবেন।

বিধেয়কের সংজ্ঞা (Definition of Predicables)ঃ

কোন যুক্তিবাক্যে বিধেয় পদের সঙ্গে উদ্দেশ্য পদের সম্পর্কের ফলে সম্ভাব্য বিভিন্ন ধরনের যেসব সম্বন্ধের সূত্রপাত ঘটে সেসব সম্বন্ধকে বিধেয়ক বলে। আপনারা বিধেয়ক কি তা যদি আরো সহজভাবে বুঝতে চান তাহলে বলতে হবে, বিধেয়ের সঙ্গে উদ্দেশ্যের বিভিন্ন প্রকার সম্বন্ধই হলো বিধেয়ক। উপরের বিধেয়কের সংজ্ঞাটি এরিস্টটল ও পরফিরির দেয়া। আমরা লক্ষ্য করে থাকবো যে, কিছু বাক্যে বিধেয়ক থাকেনা। যেমন-

১. নেতিবাচক যুক্তিবাক্যে উদ্দেশ্য পদের সাথে বিধেয় পদের কোন সম্পর্ক থাকে না। সুতরাং নেতিবাচক যুক্তিবাক্যে বিধেয়কও থাকে না।

২. কোন যুক্তিবাক্যের বিধেয় পদ বিশিষ্ট পদ হলে সে ক্ষেত্রে বিধেয়ক থাকেনা। সুতরাং বিধেয়কের সংজ্ঞাটিকে পরিষ্কার এবং বিস্তারিত ভাবে বলতে গেলে সংজ্ঞাটি এরকম হবে- শ্রেণীবাচক বিধেয় পদ সমন্বয়ে কোন ইতিবাচক যুক্তিবাক্যে বিধেয় পদের সাথে উদ্দেশ্য পদের যেসব সম্পর্ক হতে পারে সে সম্পর্কসমূহকে বিধেয়ক বলে। যেমন- 'সব গরু হয় প্রাণী'। এ যুক্তিবাক্যটিতে উদ্দেশ্য পদ হলো গরু আর বিধেয় পদ হলো প্রাণী।

৩.১.২ বিধেয় ও বিধেয়ক (Predicate and Predicables)'

বিধেয় ও বিধেয়কের মাঝে কিছু শাব্দিক মিল থাকলেও এরা অভিন্ন নয়। বিধেয় ও বিধেয়কের মধ্যে পার্থক্যগুলো এভাবে নির্দিষ্ট করা যায়-

সংজ্ঞার পার্থক্যঃ

কোন যুক্তিবাক্যে উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যা বর্ণনা করা হয় তাকে বিধেয় বলে। অন্যদিকে কোন যুক্তিবাক্যে বিধেয়ের সঙ্গে উদ্দেশ্যের বিভিন্ন প্রকার সম্বন্ধকে বিধেয়ক বলে। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, একটি বিধেয় পদ তখনই বিধেয়ক হবে যখন উদ্দেশ্য পদের সাথে সম্বন্ধের দিক থেকে তাকে বিচার করা যাবে।

খ. গঠনের পার্থক্যঃ ইতিবাচক এবং নেতিবাচক দুই ধরনের বাক্যেই বিধেয় থাকে। কিন্তু বিধেয়ক থাকে শুধুমাত্র সদর্থক বাক্যে। কারণ নেতিবাচক যুক্তিবাক্যে উদ্দেশ্য পদটি বিধেয় পদটি সম্পর্কে কোন স্বীকৃতি জ্ঞাপন করে না বলে উদ্দেশ্য ও বিধেয় পদটির মধ্যে কোন সম্পর্কও স্থাপিত হয় না।

গ. অবস্থানগত পার্থক্য: কোন বিশিষ্ট পদকে যুক্তিবাক্যের বিধেয় হিসাবে অবস্থান দেয়া যেতে পারে। কিন্তু কোন যুক্তিবাক্যের বিধেয় পদটি যদি বিশিষ্ট পদ হয় তবে সে যুক্তিবাক্যের বিধেয়ক থাকেনা।

ঘ. প্রকৃতিগত পার্থক্য: বিধেয় একটি পদ কিন্তু বিধেয়ক কোন পদ নয় এটি উদ্দেশ্যও বিধেয়ের মধ্যকার সম্পর্কের নাম।

ঙ. প্রকারভেদের পার্থক্য: বিধেয়ের কোন প্রকারভেদ বা শ্রেণীবিভাগ নাই। কিন্তু বিধেয়কের বিভিন্ন প্রকারভেদ আছে।

উপরোক্ত পার্থক্যগুলো বিশ্লেষণ করে আমরা এ সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, বিধেয় ও বিধেয়ক সম্পূর্ণ দুটি স্বতন্ত্র ব্যাপার।

সারসংক্ষেপ

যুক্তিবিদ্যায় উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের মধ্যে যে নানা ধরনের সম্পর্ক থাকে তাকে বিধেয়ক বলে। বিধেয় ও বিধেয়ক অভিন্ন নয়। বিধেয় হচ্ছে একটি পদ। এবং বিধেয়ের সাহায্যে উদ্দেশ্য সম্পর্কে কিছু বলা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১. বিধেয়ক বলতে কী বুঝায়?
   ক. যুক্তিবাক্যের একটি পদ
   খ. উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের মধ্যে সম্পর্ক
   গ. বিধেয়ের অপর নাম
   ঘ. যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের মধ্যে সম্পর্ক।

২. কোন্ কোন্ যুক্তিবাক্যে বিধেয়ক থাকে না?
   ক. ইতিবাচক যুক্তিবাক্যে
   খ. নেতিবাচক যুক্তিবাক্যে
   গ. বিশিষ্ট যুক্তিবাক্যে
   ঘ. নেতিবাচক ও বিশিষ্ট যুক্তিবাক্যে

পাঠ ২

বিধেয়কের প্রকারভেদ ও পরফিরির ছক (Kinds of Predicables and Tree of Porphry)

উদ্দেশ্য: এই পাঠ শেষে আপনি-

- বিধেয়কের শ্রেণী বিভাগ করতে পারবেন।
- পরফিরির ছক সম্পর্কে জানতে পারবেন।

৩.২.১ বিধেয়কের প্রকারভেদ (Kinds of Predicables)

গ্রীক দার্শনিক এরিস্টটল বিধেয়কের চার ধরণের শ্রেণীবিভাগ করেছেন। যথা-১. সংজ্ঞা ২. জাতি ৩. উপলক্ষণ ও ৪. অবান্তর লক্ষণ।

মধ্যযুগীয় যুক্তিবিদ পরফিরি বিধেয়কের পাঁচ ধরণের শ্রেণীবিভাগ করেছেন। যথা-১. জাতি ২. উপজাতি ৩. বিভেদক লক্ষণ ৪. উপলক্ষণ ৫. অবান্তর লক্ষণ। যেহেতু পরফিরির দেয়া বিধেয়কের শ্রেণীবিভাগ সর্বজন গৃহীত হয়েছে সেহেতু আমরা যখন বিধেয়কের শ্রেণীবিভাগ উল্লেখ করবো তখন পরফিরির মতে পাঁচ প্রকার শ্রেণীবিভাগের কথাই উল্লেখ করবো। এ শ্রেণীবিভাগগুলো সম্পর্কে নীচে আলোচনা করা হলো।

ক. জাতি:

দুটি শ্রেণীবাচক পদ যখন পরস্পরের সাথে এমনভাবে সম্পর্কযুক্ত হয় যে একটির ব্যক্তর্থ অন্য পদটির ব্যক্তর্থের অন্তর্ভুক্ত থাকে তখন যে পদটির ব্যক্তর্থ ব্যাপক সেটি সংকীর্ণ ব্যক্তর্থযুক্ত পদটির তুলনায় জাতি হয়। আমরা জানি, একটি যুক্তিবাক্যে উদ্দেশ্য ও বিধেয় বলে দুটি পদ থাকে। একটি যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয় উভয়ই যদি শ্রেণীবাচক পদ হয় এবং বিধেয় পদটির ব্যক্তর্থ যদি উদ্দেশ্য পদের চেয়ে বেশী ব্যাপক হয়, তবে অধিকতর ব্যক্তর্থযুক্ত পদটিকে উদ্দেশ্যের সাথে সম্বন্ধের দিক থেকে জাতি বলা হয়।

উদাহরণস্বরূপ: 'সব মানুষ হয় প্রাণী' এই বাক্যে 'প্রাণী' পদটি বিধেয় এবং উদ্দেশ্য পদ সব মানুষ এর সাথে সম্পর্কের দিক থেকে জাতি নামক বিধেয়ক হবে। কারণ প্রাণী মানুষের তুলনায় বৃহত্তর শ্রেণী এবং প্রাণী পদটির ব্যক্তর্থ সকল মানুষ পদটির ব্যক্তর্থের চেয়ে ব্যাপকতর। আর একটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। যেমন- 'সব বাঙালি হয় মানুষ'। এই বাক্যে উদ্দেশ্য পদ হচ্ছে 'বাঙালি' এবং বিধেয় পদ হচ্ছে 'মানুষ'। এখানে 'মানুষ' পদের ব্যক্তর্থ 'বাঙালি' পদের ব্যক্তর্থের চেয়ে ব্যাপকতর। সুতরাং এই যুক্তিবাক্যে 'মানুষ' পদটি হচ্ছে জাতি।

খ. উপজাতি:

দুটি শ্রেণীবাচক পদ যখন পরস্পরের সাথে এমনভাবে সম্পর্কযুক্ত হয় যে একটির ব্যক্তর্থ অন্য পদটির ব্যক্তর্থের অন্তর্ভুক্ত তখন যে পদটির ব্যক্তর্থ সংকীর্ণ সেটি ব্যাপকতর ব্যক্তর্থযুক্ত পদটির তুলনায় 'উপজাতি' হয়। অর্থাৎ উপজাতি হচ্ছে, জাতির চেয়ে ব্যক্তর্থর দিক থেকে কম

ব্যাপকতর। উদাহরণস্বরূপ: 'সব বাঙালি হয় মানুষ' এই যুক্তি বাক্যে উদ্দেশ্য পদ 'বাঙালি' একটা শ্রেণীবাচক পদ এবং বিধেয় পদ 'মানুষ' একটা শ্রেণীবাচক পদ। ব্যক্তর্থের দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে 'বাঙালি' পদটির ব্যক্তর্থ 'মানুষ' পদটির ব্যক্তর্থের চেয়ে কম ব্যাপকতর। সুতরাং বিধেয় পদ 'মানুষ' এর সাথে সম্পর্কের দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে 'বাঙালি' পদটি হচ্ছে উপজাতি।

উপরের সংজ্ঞা দুটি বিশ্লেষণ করে আমরা দেখতে পাই যে, জাতি ও উপজাতির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বিদ্যমান। এগুলো সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হলো: জাতি ও উপজাতি দু'টি শ্রেণীবাচক পদ। জাতি ও উপজাতি দুটি আপেক্ষিক শব্দ, একটি ছাড়া একটি কল্পনা করা যায়না। এদের একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটির কোন অর্থ প্রকাশ পায়না। এরা একে অন্যের উপর নির্ভরশীল এবং একে অন্যের পরিপূরক। উভয়ের মধ্যে যে সাধারণ সম্পর্ক বিদ্যমান তা নিচে আলোচনা করা হল:

১. জাতি ও উপজাতি (Genus and Species) দু'টি শ্রেণীবাচক পদ:

একটি শ্রেণীবাচক পদই শুধু জাতি বা উপজাতি হতে পারে। কোন শ্রেণীকে জাতি বলার অর্থ হচ্ছে তা অন্য কোন উপজাতির তুলনায় জাতি। আবার অন্যদিকে কোন শ্রেণীকে উপজাতি বলার অর্থ হচ্ছে সে বিশেষ শ্রেণীটি অন্য কোন জাতির তুলনায় উপজাতি। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, জাতি ও উপজাতি সবসময়ই কোন শ্রেণীবাচক পদ হবে। কখনোই কোন বিশিষ্ট পদ হবে না। উদাহরণ স্বরূপ-'সকল মানুষ হয় প্রাণী'। এখানে 'মানুষ' পদটি উপজাতি এবং 'প্রাণী' পদটি 'মানুষ' পদটির জাতি।

২. জাতি ও উপজাতি দু'টি সাপেক্ষ পদ:

জাতি ও উপজাতি একটির উপর অন্যটি নির্ভরশীল। অর্থাৎ কোন জাতির অন্তর্গত উপজাতিগুলো বাদ দিলে যেমন জাতি বলা যায় না তেমনিভাবে কোন উপজাতি যে জাতির অন্তর্গত সেই জাতির কথা বাদ দিলে উপজাতিকে আর উপজাতি বলা যায় না। আমাদের মনে রাখতে হবে, সম্পর্কভেদে একই পদ জাতি ও উপজাতি দুই-ই হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ 'মানুষ' পদটি 'প্রাণী' পদের তুলনায় যেমন উপজাতি তেমন আবার 'সৎ মানুষ' পদের তুলনায় 'জাতি'।

৩. অবস্থানের দিক থেকে জাতি ও উপজাতি ভিন্ন:

ব্যক্তর্থের দিক থেকে উপজাতিগুলো জাতির অন্তর্ভুক্ত কিন্তু জাত্যর্থের দিক থেকে যে কোন জাতি উপজাতির অন্তর্ভুক্ত। যেমন জীব ও মানুষ পদের মধ্যে ব্যক্তর্থের দিক দিয়ে জীব বড় কিন্তু জাত্যর্থের দিক দিয়ে মানুষ বড়। কেননা জীবের জাত্যর্থ হলো জীববৃত্তি আর মানুষের জাত্যর্থ হলো জীববৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি।

জাতি ও উপজাতি পরস্পর নির্ভরশীল জাতি ও উপজাতির মাঝে যে পারস্পরিক সম্পর্ক আছে তা যথার্থভাবে বুঝতে হলে আরো কিছু বিষয় সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকতে হবে। যেমন-

১. পরতম জাতি (Summum Genus): কোন কোন শ্রেণীর ব্যক্তর্থ এতই অধিক যে তার তুলনায় অধিক ব্যাপক কোন শ্রেণীর অস্তিত্ব না থাকায় তাকে আর অন্য কোন শ্রেণীর অর্ন্তভুক্ত করা যায় না। তাকে পরতম জাতি বলে। যেমন- দ্রব্য বলতে চেতন ও অচেতন সব কিছুকেই বোঝায় বলে এর তুলনায় ব্যাপকতর কোন শ্রেণী না থাকায় দ্রব্যকে পরতম জাতি বলে।

২. **ক্ষুদ্রতম জাতি (Infima Species):** যে শ্রেণীর ব্যক্তর্থ এতই কম যে তাকে আর কোন ক্ষুদ্রতর উপজাতিতে বিভক্ত করা যায় না তাকে ক্ষুদ্রতম জাতি বলে। যেমন যুগল এমনই ক্ষুদ্রশ্রেণী যাকে বিভক্ত করলে মাত্র দুজন ব্যক্তি পাওয়া যায। তাই 'যুগল' হল ক্ষুদ্রতম উপজাতি।

৩. **অবর জাতি (Subaltern Genera):** বৃহত্তম জাতি ও ক্ষুদ্রতম উপজাতির মধ্যবর্তী শ্রেণীসমূহকে উপাজাতির দিক থেকে বিবেচনা করলে তাকে অবর জাতি বলে। যেমন- দ্রব্য ও যুগলের মধ্যবর্তী শ্রেণীগুলিকে যুগল দিক থেকে অবর উপজাতি বলে।

৪. **অবর উপজাতি (Subaltern Species):** বৃহত্তম জাতি ও ক্ষুদ্রতম উপজাতির মধ্যবর্তী শ্রেণীসমূহকে জাতির দিক অবর উপজাতি বলে। যেমন- দ্রব্য ও যুগলের মধ্যবর্তী শ্রেণীগুলিকে দ্রব্যের দিক থেকে অবর উপজাতি বলে।

৫. **সমজাতীয় উপজাতি (Cognate Species):** একই জাতির অন্তর্গত উপজাতি সমূহকে সমজাতীয় উপজাতি বলে। যেমন- 'মানুষ'কে উপজাতি হিসেবে বিবেচনা করা হলে এর আসন্নতম জাতি হবে 'প্রাণী'।

৬। **আসন্নতম উপজাতি (Proximate Species):** কোন একটি জাতির অব্যবহিত ক্ষুদ্রতম শ্রেণী বা উপজাতিকে আসন্নতম উপজাতি বলে। যেমন-'প্রাণীর' আসন্নতম উপজাতি হল মানুষ, ঘোড়া ইত্যাদি।

গ. **বিভেদক লক্ষণ (Differentia):**

বিভেদক লক্ষণ হচ্ছে এমন একটি গুণ যা একই জাতির অন্তর্ভুক্ত একটি উপজাতিকে ঐ জাতির অধীন অন্যান্য উপজাতি থেকে পৃথক করে অথবা গুণাবলীর দিক থেকে বিভেদ সৃষ্টি করে। উদাহরণস্বরূপ: আমরা জানি 'প্রাণী' জাতির অন্তর্ভুক্ত হল মানুষ, গরু, ছাগল, ভেড়া, ঘোড়া ইত্যাদি। কিন্তু আমরা যখন বলি 'সব মানুষ হয় বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন' তখন 'মানুষ' উপজাতির এই 'বুদ্ধিবৃত্তি' নামে বিশেষ গুণটি তাকে অন্যান্য সমজাতীয় উপজাতি থেকে পৃথক ও স্বতন্ত্র করে। এখানে 'বুদ্ধিবৃত্তি' 'মানুষ' পদটির বিভেদক লক্ষণ। বিভেদক লক্ষণ প্রকৃতপক্ষে উপজাতির জাত্যর্থের একটি অংশ। মানুষ পদের জাত্যর্থ হচ্ছে বুদ্ধিবৃত্তি +জৈববৃত্তি। বুদ্ধিবৃত্তি 'মানুষ' পদের বিভেদক লক্ষণ এবং জাত্যর্থ্যের একটি অংশ।

ঘ. **উপলক্ষণ (Proprium or Property) :**

যে গুণ কোন একটি পদের জাত্যর্থ নয় অথচ জাত্যর্থ থেকে অনিবার্যভাবে এসেছে সে গুণকে বলা হয় উপলক্ষণ। অর্থাৎ উপলক্ষণ বলতে কোন বিশেষ একটি পদের জাত্যর্থের বাইরে কোন সাধারণ ও অনিবার্য গুণকেই বুঝায়। উদাহরণস্বরূপ: 'সব মানুষ হল চিন্তাশীল প্রাণী' বাক্যে মানুষ শ্রেণীর ক্ষেত্রে চিন্তাশীল অন্যতম উপলক্ষণ। আমরা জানি 'মানুষ' পদটির জাত্যর্থ হল বুদ্ধিবৃত্তি ও জীববৃত্তি। চিন্তাশীলতা গুণটি বুদ্ধিবৃত্তি নয় কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তি থেকে অনিবার্যভাবে এসেছে। উপলক্ষণ দু'ধরনের হতে পারে যেমন:

১. জাতিগত উপলক্ষণ (Generic) এবং

২. উপজাতিগত উপলক্ষণ (Specific)

জাতিগত উপলক্ষণ: যে উপলক্ষণ কোন শ্রেণীর আসন্নতম বা নিকটতম জাতিগত বৈশিষ্ট্য থেকে অনিবার্যভাবে অনুমিত হয় তাকে জাতিগত উপলক্ষণ বলে। যেমন- ক্ষুধাবোধ মানুষের জাতিগত উপলক্ষণ। কেননা মানুষ শ্রেণীর নিকটতম জাতি হচ্ছে প্রাণী। আর প্রাণীর জাত্যর্থ হল প্রাণীত্ব। ক্ষুধাবোধ প্রাণীত্ব থেকে অনিবার্যভাবে অনুমিত বৈশিষ্ট্য।

উপজাতিগত লক্ষণ: যে উপলক্ষণ কোন শ্রেণীর বিভেদক লক্ষণ থেকে অনিবার্যভাবে অনুমিত হয় তাকে উপজাতিগত উপলক্ষণ বলে। যেমন- 'মননশীলতা' মানুষ পদের বিভেদক লক্ষণ। এটি বুদ্ধিবৃত্তি থেকে অনিবার্যভাবে অনুমিত হয়।

ঙ. **অবান্তর লক্ষণ (Accidens):**

যে গুণ কোন শ্রেণীর জাত্যর্থের অংশ নয়, আবার জাত্যর্থ থেকে অনিবার্যভাবে নি:সৃতও হয় না তাকে অবান্তর লক্ষণ বলে। অর্থাৎ অবান্ড়র লক্ষণ একটি পদ সম্পর্কে নতুন তথ্য প্রদান করে। যেমন- সব মানুষ হয় হাস্যপ্রিয়। এই বাক্যে হাস্যপ্রিয় গুণটি অবান্তর লক্ষণ। কারণ 'হাস্যপ্রিয়তা' মানুষের জাত্যর্থ অর্থাৎ জীববৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির কোন অংশও নয় বা এদের থেকে অনিবার্যভাবে অনুমিতও হয় না। সুতরাং অবান্তর লক্ষণ একটি অবান্তর গুণ বা আকস্মিক গুণ যা একটি বিশেষ শ্রেণীর মধ্যে থাকা বা না থাকায় ঐ বিশেষ শ্রেণীটির জাত্যর্থের কোন বিঘ্ন ঘটায় না। আমাদের মনে রাখতে হবে অবান্তর লক্ষণ যেমন শ্রেণীগত হতে পারে, তেমনি ব্যক্তিগত হতে পারে। সে অনুসারে অবান্তর লক্ষণ দু'ধরনের হয়।

১. শ্রেণীগত অবান্তর লক্ষণ (Accident of class)

২. ব্যক্তিগত অবান্তর লক্ষণ (Accident of an individual)

শ্রেণীগত অবান্তর লক্ষণ: যে অবান্তর লক্ষণ কোন শ্রেণীর ক্ষেত্রে উপস্থিত থাকে তাকে শ্রেণীগত অবান্তরলক্ষণ বলে। যেমন-'দ্বিপদ' মানুষ পদের শ্রেণীগত অবান্তর লক্ষণ।

ব্যক্তিগত অবান্তর লক্ষণ: যে অবান্তর লক্ষণ কোন ব্যক্তিবিশেষের ক্ষেত্রে উপস্থিত থাকে তাকে ব্যক্তিগত অবান্তর লক্ষণ বলে। যেমন-'শামসুর রাহমান হন এমন ব্যক্তি, যিনি ঢাকায় জম্মগ্রহণ করেছেন' যুক্তিবাক্যে বিধেয় পদ 'ঢাকায় জন্মগ্রহণ' শামসুর রাহমানের ক্ষেত্রে অন্যতম ব্যক্তিগত অবান্তরলক্ষণ।

বিচ্ছেদ্য এবং অবিচ্ছেদ্য গুণের দিক থেকে বিচার করলে অবান্তরলক্ষণকে চার ভাগে ভাগ করা যায়।

১. শ্রেণীগত অবিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণ (Inseperable Accident of a class)

২. শ্রেণীগত বিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণ (Seperable Accident of a Class)

৩. ব্যক্তিগত অবিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণ (Inseperable Accident of an Individual)

৪. ব্যক্তিগত বিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণ (Seperable Accident of an Individual)

১. **শ্রেণীগত বিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণ:** যে অবান্তর লক্ষণ কোন শ্রেণীর ক্ষেত্রে অপরিহার্যভাবে উপস্থিত থাকে অর্থাৎ ঐ বিশেষ শ্রেণীর সব সদস্যের ক্ষেত্রে উপস্থিত থাকে তাকে শ্রেণীগত অবিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণ বলে। যেমন- সব ছাগল হয় চতুস্পদী প্রাণী। এখানে চতুস্পদ সব ছাগলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

২. **শ্রেণীগত বিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণ:** যে অবান্তরলক্ষণ কোন শ্রেণীর ক্ষেত্রে কখনও উপস্থিত থাকে আবার কখনও অনুপস্থিত থাকে তাকে শ্রেণীগত বিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণ বলে। যেমন- 'বিড়াল হয় সাদা' বাক্যে 'সাদা' বর্ণের উপস্থিতি বিড়াল শ্রেণীর ক্ষেত্রে বিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণ। কারণ সাদা রঙের উপস্থিতি সব বিড়ালের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

৩. **ব্যক্তিগত অবিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণ:** যে অবান্তরলক্ষণ কোন ব্যক্তিবিশেষের ক্ষেত্রে অপরিবর্তনীয়রূপে সব সময় উপস্থিত থাকে, তাকে ব্যক্তিগত অবিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণ বলে। যেমন কোন ব্যক্তির জম্মস্থান, জম্ম তারিখ, ইত্যাদি।

৪. **ব্যক্তিগত বিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণ:** যে অবান্তর লক্ষণ কোন ব্যক্তির মধ্যে কখনও উপস্থিত আবার কখনও অনুপস্থিত থাকে, তাকে ব্যক্তিগত বিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণ বলে। যেমন- কোন ব্যক্তির পেশা, শখ, ইত্যাদি।

৩.২.২: পরফিরির ছক (Tree of Porphry): আমরা ইতিমধ্যে জেনেছি যে 'বিধেয়কের শ্রেণীকরণে পরফিরির শ্রেণীকরণকে মোটামুটিভাবে সর্বজন স্বীকৃত হিসাবে ধরে নেয়া হয়েছে। যুক্তিবিদ পরফিরি একটা ছকের সাহায্যে বিধেয়ক এর শ্রেণীকরণে সচেষ্ট হন। এ ছককে র‍্যামাসের ছকও বলা হয়। ছকটি হল-

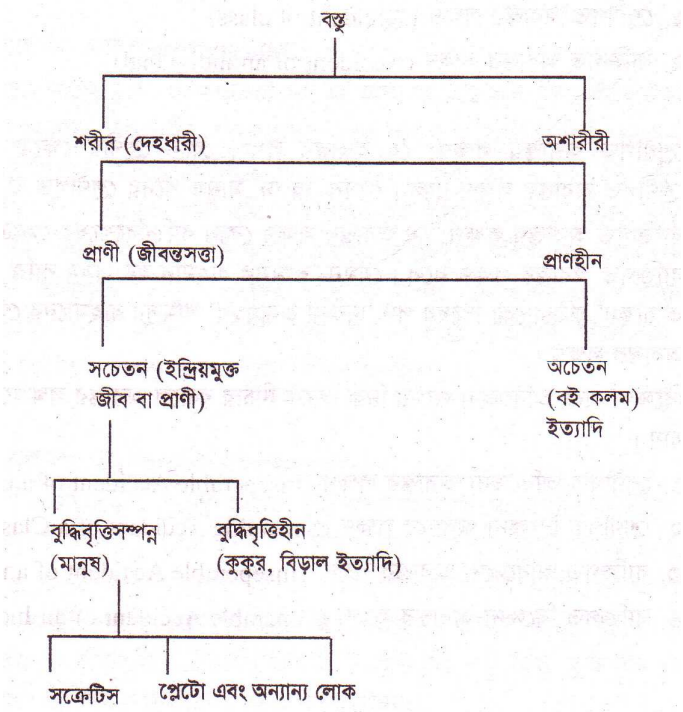

এ ছকে বস্তই হচ্ছে পরতম জাতি এবং মানুষ হচ্ছে অপরতম জাতি। মধ্যবর্তী শ্রেণীগুলো যথা- (শরীর, 'জীবন্ত সত্তা, 'প্রাণী' প্রভৃতি তাদের পরস্পরের মধ্যবর্তী সম্পর্কের দিক থেকে আবার জাতি ও অবর উপজাতি। 'প্রাণী' জাতিটা 'মানুষ' উপজাতির আসন্নতম জাতি। 'জীবন্ত সত্তা জাতিটা 'প্রাণী' উপজাতির আসন্নতম জাতি ইত্যাদি। 'বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন' (অর্থাৎ মানুষ) এবং 'বুদ্ধিবৃত্তিহীন' (অর্থাৎ অধ:স্তন জীবজন্ত) একই জাতি প্রাণীর সমজাতীয় উপজাতি। 'সক্রেটিস, প্লেটো ও অন্যান্য লোক, ক্ষুদ্রতম উপজাতির অন্তর্গত ব্যক্তিবৃন্দ।

সারসংক্ষেপ

যুক্তিবিদ এরিস্টটল চার প্রকার বিধেয়কের উল্লেখ করেন। সেগুলি হল ঃ সংজ্ঞা, জাতি উপলক্ষণ ও অবান্তর লক্ষণ। কিন্তু পরফিরির বিধেয়কে, এরিস্টটলীয় তালিকা সংশোধন করেন। পরফিরির মতে প্রত্যেক যুক্তিবাক্যে যখন একটা উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপিত হয় তখন বিধেয়টি উদ্দেশ্যের হয় জাতি না হয় উপজাতি, না হয় বিভেদক লক্ষণ না হয় উপলক্ষণ, না হয় অবান্তর লক্ষণ হবে। তাই পরফিরির মতে বিধেয়ক পাঁচ প্রকার। যথা: জাতি, উপজাতি বিভেদক লক্ষণ, উপলক্ষণ এবং অবান্তর লক্ষণ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২

সঠিক উত্তরে পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

যুক্তিবিদ এরিস্টটলের মতে

১. বিধেয়ক কয় প্রকার?

ক. দুই খ. তিন গ. চার ঘ. পাঁচ

২. বৃহত্তম জাতি ও ক্ষুদ্রতম উপজাতির মধ্যবর্তী শ্রেণীসমূহকে জাতির দিক থেকে বিবেচনা করলে তাকে বলে-

ক. অবর উপজাতি খ. অবর জাতি গ. পরতম জাতি ঘ.আসন্নতম উপজাতি

৩. উপলক্ষণকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়?

ক. চার খ. পাঁচ গ. তিন ঘ. দুই

৪. যে বৈশিষ্ট্য শ্রেণীর জাত্যর্থের অংশ নয় বা জাত্যর্থ থেকে নি:সৃত নয় তাকে কী বলে?

ক. উপলক্ষণ খ. অবান্তর লক্ষণ গ. লক্ষণ ঘ. জাতি

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. বিধেয়ক বলতে কী বোঝ? ৩.১.১

২. বিধেয় ও বিধেয়কের পার্থক্য দেখাও। ৩.১.২

৩. জাতি ও উপজাতির পার্থক্য দেখাও। ৩.২,১এর (ক ও খ)

৪. উপলক্ষণ ব্যাখ্যা কর। ৩.২.১ এর (ঘ)

৫. অবান্তর লক্ষণ বলতে কী বোঝ? ৩.২.১ এর (ঙ)

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১. বিধেয়ক বলতে কী বোঝ? বিধেয়ক হিসাবে জাতি ও উপজাতি ব্যাখ্যা কর। ৩.১১.এবং ৩.২.১ এর (ক ও খ)

২. বিধেয় ও বিধেয়কের পার্থক্য দেখাও। পরফিরির ছকের সাহায্যে জাতি ও উপজাতির সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর। ৩.১.২ এবং ৩.২.২

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-	১: ১. ঘ	২. ঘ		
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-	২: ১. ঘ	২. ক	৩. ঘ	৪. খ